সংবাদ

তারিখ ... 30 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহীর ২২১ সর. প্রাথ. বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

প্রতিনিধি, রাজশাহী

রাজশাহী জেলার এক হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ শিক্ষকদের পদ শূন্য। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ২২১টি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সহকারী শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্বকে বাড়তি বোঝা মনে করছেন।

রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ের দেয়া তথ্যানুযায়ী, রাজশাহী জেলার ১০টি উপজেলায় এক হাজার ২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ২২১টি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। একই সঙ্গে এসব বিদ্যালয়ে ৪৭৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। জেলার এক হাজার ২৬টি বিদ্যালয়ের অনুমোদিত সমান সংখ্যক প্রধান শিক্ষকের বিপরীতে প্রধান শিক্ষক রয়েছে ৮০২ বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ২২১টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। জেলার বিদ্যালয়গুলোর অনুমোদিত ৪ হাজার ৬৮৪ জন সহকারী শিক্ষকের বিপরীতে ৪ হাজার ২১১জন রয়েছে অর্থাৎ সহকারী শিক্ষকের ৪৭৩টি পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়গুলোতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সহকারী শিক্ষকরা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলা হলে অনেকে বলেন, প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব তাদের কাছে বাড়তি বোঝা। তাদের অভিযোগ, সব সময় তাদের দাপ্তরিক কাজে নানা তথ্য দিতে ও উপজেলা পর্যায়ে সভায় যোগ দিতে ছোটাছুটি করতে হয়। অথচ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারিভাবে কোন পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। আবার যেসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, সেসব বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, অতিরিক্ত ক্লাসের চাপ সামানোর পাশাপাশি পরীক্ষার খাতা দেখাসহ নানা কাজে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

এক হাজার স্কুলে ৭শ' শিক্ষকের পদ শূন্য

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ৮৯টি বিদ্যালয়ের ৬৪টি প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে ২৪টি বিদ্যালয়। সহকারী শিক্ষকের ৪০টি পদ শূন্য আছে। এ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই, সেসব বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকে পদোন্নতির জন্য সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে চিঠি পাঠানো হয়েছে। প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে। চারঘাট উপজেলার ৭৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ২৫টি বিদ্যালয়। ১০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। এসব পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে। গোদাগাড়ী উপজেলার ১৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪৩টিতে প্রধান শিক্ষক রয়েছে। বাকি ১২টি বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে। এ উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে ১০০টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। তানোর উপজেলায় ১২৫টি বিদ্যালয়ে ১০৩টি প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৩৭টি বিদ্যালয়। ৬৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। দুর্গাপুর উপজেলার ৭৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০টি চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। এ উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষকের ৪০টি পদ শূন্য আছে।

জেলার পবার ৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯টির কার্যক্রম চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে ৩৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য।

বাগমারার ২১৬টি বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের ১৫২টি পদ শূন্য। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে ৪০টি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। সহকারী শিক্ষকের ১১২টি পদ শূন্য আছে। এ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল জব্বার বলেন, শিক্ষক সঙ্কটের কারণে পাঠদানে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে। তবে এ সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে। বাঘা ও মোহনপুর উপজেলায় প্রধান শিক্ষকের পদ যথাক্রমে ১৮ ও ১৯টি শূন্য আছে। বাঘার ৭১টি ও মোহনপুরের ৭৯টি বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৮ ও ৩৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

বোয়ালিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রাখী চক্রবর্তী জানান, উপজেলার ৬০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি প্রধান শিক্ষক ছাড়াই চলছে। এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে ২৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। তিনি বলেন, শিক্ষক সঙ্কট থাকায় পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটাই স্বাভাবিক। রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কাশেম সাংবাদিকদের বলেন, 'সহকারী শিক্ষক নিয়োগে আগামী ৩০ অক্টোবর একটি পরীক্ষা হবে। এরপর সহকারী শিক্ষক নিয়োগে আরও একটি পরীক্ষা হবে, যার তারিখ অল্পদিনের মধ্যেই নির্ধারণ হবে। তবে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি ঝামেলা হয়েছে। সেটি হলো, আমাদের রেজিস্ট্রার্ড স্কুলের প্যানেল তৈরি করা যেসব শিক্ষক রয়েছে, তারা বলছে, যদি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ হয়, তবে আমাদের কেন এখানে সিলেকশন করে রাখা হলো। এ ক্ষেত্রে তারা মামলা করে হাইকোর্টের রায়ও হয়ে গেছে। এসব প্যানেলভুক্ত ২০ হাজার শিক্ষকের যদি পদায়ন হয়, তাহলে শূন্য পদ অনেকাংশে কমে যাবে। তিনি আরো বলেন, গত ২৬ অক্টোবর সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য অধিদফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।